ছোটদের

# হজরত উসমান

নকীব মাহমুদ

নাশাত

ছোটদের হজরত উসমান
নকীব মাহমুদ

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

বানান : মুহাম্মদ ইবরাহিম
প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
স্বত্ব : সংরক্ষিত

বিনিময় : ১৪০ (একশ চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ—
বন্ধুবর, কথাসাহিত্যিক
আবদুল্লাহ আশরাফ।
দূরে থেকেও যে কাছে থাকে।
এই হৃদয়ে যার বসবাস।

## লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ-কোটি শুকরিয়া। একমাত্র তার কৃপাতেই এত বড় একটি কাজ সম্পাদন করার তাওফিক হল। নবীজি সা.-কে নিয়ে ছোটদের উপযোগী করে মুস্তফা লেখার পর মন থেকে খুব করে চাচ্ছিলাম খোলাফায়ে রাশেদাকে নিয়েও যেন ছোটদের উপযোগী একটা কাজ করতে পারি। এ ছাড়াও মুস্তফা পড়ে অনেক গুণীজন, বন্ধুমহলের অনেকেই বলছিলেন মুস্তফার মতো করে যেন চার খলিফা নিয়েও একটা কাজ করি আমি। আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গুরুত্বপূর্ণ এ সিরিজটা শেষ করতে পারলাম। প্রথমে ভাবনা ছিল সিরিজের প্রতিটা বই আলাদা আলাদা করে প্রকাশিত হবে। সেই ভাবনা থেকেই সিরিজের প্রথম বই ছোটদের হজরত আবু বকর প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে নাশাত পাবলিকেশনের শ্রদ্ধেয় প্রকাশক আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয়, সিরিজের বাকি বইগুলো আলাদা আলাদা সময়ে প্রকাশ না করে একসঙ্গেই প্রকাশ করা হবে। এতে করে আগ্রহী পাঠকের হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটবে।

সিরিজটি লিখতে অনেকেই অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন। সবার প্রতিই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সিরিজটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে নাশাতের কর্ণধার আহসান ভাই যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এজন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাকে। কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারে বইপ্রকাশের দুঃসাহস ক'জনই বা দেখাতে পারেন!

সবশেষে সিরিজটির প্রিয় পাঠক, বিশেষ করে শিশু এবং কিশোর বন্ধুরা, তোমাদের জন্যই লেখা হয়েছে সিরিজটি। আশাকরি সিরিজটির মাধ্যমে তোমরা জানতে পারবে আমাদের মহান চার খলিফা সম্পর্কে। খেলাফতে রাশেদার সোনালি যুগে তোমাদের স্বাগতম! চলো তবে হারিয়ে যাই স্বপ্নের সেই দিনগুলোয়।

নকীব মাহমুদ
১৯ জানুয়ারী ২০২৩
কালাচাঁন স্টোর
৫২ পূর্ব রাজাবাজার, ফার্মগেট, ঢাকা

## সূচিপত্র

আকাশ হতে চাঁদ নেমেছে : ১১
এমন জীবন তুমি করিও গঠন : ১৩
ধন্য জীবন ধন্য : ১৬
আলোকিত এই ঘর : ২০
'শির দেগা নেহি দেগা আমামা' : ২৪
দেশ ছেড়ে পরদেশে : ২৭
নেমে আসে ঘোর অমানিশা : ৩১
আমাদের হাতেমতাই : ৩৫
হৃদয়-রাজ্যের মহারাজ : ৩৯
কঠিন সমস্যায় সহজ সমাধান : ৪৪
আকাশসম হৃদয় যে তার! : ৪৮
সাগর জয়ের নায়ক : ৫৪
মিথ্যা মিথ্যা এবং মিথ্যা : ৫৯
সত্যিকারের বন্ধু তো এই : ৬৩
ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন! : ৬৯
মিথ্যের বহুরঙ : ৭৪
মৃত্যুর কালো হাত : ৭৭

# আকাশ হতে চাঁদ নেমেছে

মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্র। সারা মক্কায় সে কী তাদের নাম ডাক! প্রভাব-প্রতিপত্তি! কাড়ি কাড়ি সোনা-দানা আর ধনদৌলতে ঠাসা উমাইয়াদের ঘর। ব্যবসাসূত্রে সারা আরবেই যাতায়াত তাদের। সবাই খুব তোয়াজ করে। মক্কা থেকে তায়েফ- উটভর্তি ব্যবসার মালামাল নিয়ে ছুটে যায় বনু উমাইয়ার লোকেরা। সেই সুদূর সিরিয়ার কথা তো তোমরা জানোই। তখন সিরিয়ার সঙ্গে বেশ ভালো যোগাযোগ মক্কার লোকেদের। বিশেষ করে বনু উমাইয়ার। মানচিত্রের বুক চিঁড়ে যখন বনু উমাইয়ার লোকেরা বাণিজ্যে বের হয় সিরিয়ার পথে, তখন কী যে দারুণ দেখায় সেই দৃশ্য কেমন করে বোঝাবো তোমাদের! আহা, যদি সে দৃশ্য দেখতে তোমরা!

এই বনু উমাইয়াতেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত উসমান। সেই যে হাতির বছরের কথা শুনেছো না? ঠিক তার ছয় বছর পর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাবা আফফান ছিলেন উমাইয়া গোত্রের নামকরা ব্যবসায়ী। কত কত টাকার মালিক তিনি! সেই আফফানের প্রাসাদ আলোকিত করে মা আরওয়া বিনতে কুরাইজের কোলে শুয়ে যখন প্রথম হাসি হাসেন শিশু উসমান তখন বাবা আফফান কি খুশিতে লাফিয়ে ওঠেননি?

নানু উম্মে হাকিম আল-বায়জা কি আহ্লাদে একেবারে শিশুটির মতো বলে ওঠেননি- ও লে আমার নানু ভাই, আহা-হা, এ দেখি আজ চাঁদ নেমেছে ঘরে লো!

আচ্ছা, তোমরা কি জানো, আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত উসমান রা.-এর নানু উম্মে হাকিম আল-বায়জা কে ছিলেন?

এই মহীয়সী নারী ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী সা. এর একেবারে

আপন ফুফু! নবীজির বাবা আবদুল্লাহর জমজ বোন ছিলেন উম্মে হাকিম আল-বায়জা। তাহলে বোঝো আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত উসমান কত বড় সৌভাগ্যবান মানুষ!

বনু উমাইয়ায় জন্ম নেওয়া আমাদের প্রিয় উসমান গঠনে খুব খাটো কিংবা খুব লম্বা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের। আহা, কী ছিমছাম পরিপাটি দেহ! কী চমৎকার কান-নাক! দেখলে একেবারে হৃদয়টা জুড়িয়ে যায়! যে দেখে সে-ই কোলে জড়িয়ে নিতে চায় কেবল। ভবিষ্যৎ ইতিহাস যাকে 'জিননুরাইন' বলে গর্ব করবে, তাকে কি এমন ভালো না বেসে পারা যায় বলো?

# এমন জীবন তুমি করিও গঠন

আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত উসমান সেই শৈশবকাল থেকেই ছিলেন খুব নম্র এবং ভদ্র। তখনকার সময়ের আরবের লোকেদের অবস্থা তো জানোই। মানুষের ভেতর ছিল না ন্যায়বোধের ছিটেফোঁটাও। সারাক্ষণ কেবল ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। দেখা গেল, কেউ খেলতে গিয়ে ভুলে কাউকে ব্যথা দিয়েছে কী অমনি দুড়ুম-দাড়ুম লাগিয়ে দাও কিল ঘুষি। তারপর তো সেই ছোটদের ঝগড়া গিয়ে গড়াবে বড়দের মধ্যে। গোত্র থেকে গোত্র- বিবাদ ছড়িয়ে যাবে দাবানলের মতো। এই কঠিন সময়েও আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত উসমান ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি কারো সঙ্গেই ঝগড়া করতেন না। সবাইকে নিজের বন্ধু মনে করতেন। বাবাকে হারিয়ে সংসারের বিরাট বোঝা যখন কাঁধে তুলে নিলেন তখন সেই ছোট উসমান যেন আরও অনেক বেশি পরিণত হয়ে গেলেন! সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে কিশোর উসমানের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, আহা কী মিষ্টি ছেলে গো!

আমাদের প্রিয় উসমান কাজে যেমন মনোযোগী ছিলেন দেখতেও ছিলেন তেমনি হৃদয়কাড়া। কিশোরবয়সে কথা কম বললেও একটু যখন বড় হলেন তখন কী যে চমৎকার করে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন! তিনি যখন কথা বলতে শুরু করতেন সবাই তখন মনোযোগী শ্রোতার মতো মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো!

আমাদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মদপান নিষিদ্ধ করেছেন, জানো তো নিশ্চয়ই? কিন্তু কোরআনে নিষিদ্ধ করার আগে আরবে অনেকেই মদপান করতেন। এমনকি কোনো কোনো সাহাবিও একটু-আধটু মদ খেতেন। তখন তো আর নিষিদ্ধ ছিল না। অবশ্য যখন আল্লাহ এটা নিষিদ্ধ করলেন, সাথে সাথে সকল

সাহাবি মদ খাওয়া চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। ঠিক যখন নিষিদ্ধ ছিল না তখনও কিন্তু অন্যদের মতো আমাদের প্রিয় উসমান মদপান করতেন না। তিনি মদ দু' চোখেই দেখতে পারতেন না। বলতেন কী জানো? বলতেন, 'মদ মানুষের বিবেক ধ্বংস করে দেয়; অথচ বিবেক হলো আল্লাহর দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত। মানুষের উচিত বিবেক কাজে লাগানো এবং বিবেককে ভালো কাজে ব্যবহার করে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া।'

আমাদের প্রিয় উসমান সবসময় ভাবতেন কেমন করে সৎ এবং সততার সঙ্গে জীবনযাপন করা যায়। চারপাশে যখন দেখতেন তার খুব কাছের মানুষেরাও অহেতুক মূর্তিপূজায় মেতে আছে তখন তিনি কেবলই ব্যথিত হতেন। ভাবতেন, আহা, মানুষ এমন বোকাও হয়! সামান্য পাথরের মূর্তি! তাও কি আবার নিজেদের হাতে বানানো! না পারে সেটা কথা বলতে। না পারে নড়াচড়া করতে। আহা, বোকা মানুষগুলো কিনা সেই পাথরেরই উপাসনা করে। প্রভু মানে!

আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত উসমান জীবনে কখনোই মূর্তিপূজা করেননি। অশ্লীল আর অনর্থক কাজ এড়িয়ে গেছেন সারাজীবন। ভাবা যায়, সেই অন্ধকার সময়ে- যাকে কিনা ঐতিহাসিকরা 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' বলেছেন, সেই কঠিন সময়েও আমাদের প্রিয় উসমান নিজেকে সবরকম অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অথচ ইসলামের আলোয় বসবাস করেও আমাদের অবস্থা কী নাজুক! হায়, দিনরাত আমাদের প্রিয় ভাইয়েরা গানে বুঁদ হয়ে থাকে। চোখ মেললেই দেখা মেলে অশ্লীলতা আর নগ্নতার ছড়াছড়ি। গর্ব করার মতো কোনো কাজ নেই আমাদের। আমাদের প্রিয় উসমান নিজের সম্পর্কে বলেন কী জানো? বলেন, 'গানবাদ্যে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কখনো কোনো খারাপ কাজে মত্ত হইনি। এমনকি আল্লাহর রাসুলের হাতে বাইয়াত হওয়ার পর আমার ডান হাত আমার লজ্জাস্থান পর্যন্ত স্পর্শ করেনি?

শৈশব এবং কৈশোরে যেমনিভাবে নিজেকে অন্ধকার থেকে বাঁচিয়ে আলোর পথে পরিচালিত করেছেন, মৃত্যু অবধি সেই ন্যায়ের পথেই

অটল ছিলেন আমাদের প্রিয় খলিফা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। ছিলেন আরবের গৌরব। মানুষের মুখে মুখে ছিল তার নাম। আমরাও যদি আমাদের প্রিয় খলিফার মতো জীবন পরিচালনা করতে পারি, দেখবে সবাই আমাদের ভালোবাসবে। আদর করবে। তাই এই এখনই সময় প্রত্যয়ের। আমাদের শৈশব আর কৈশোর হোক হজরত উসমানের মতোই সুন্দর আর আলোকিত।

# ধন্য জীবন ধন্য

আমাদের প্রিয় উসমানের বয়স তখন ত্রিশের কোটায়। শিশুবয়সে বাবাকে হারিয়ে একপ্রকার দুঃখের সাগরেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন যেন; কিন্তু মায়ের অকৃত্রিম মমতায় ধীরে ধীরে দুঃখের দিনগুলো ফুরাতে থাকে শিশু উসমানের। তা ছাড়া বাবা আফফান ছিলেন উমাইয়া গোত্রের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। সারা আরবে আফফানের নামডাক। অঢেল সম্পদের মালিক তিনি। তাই বাবা মারা যাওয়ার পর সহজেই ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হন আমাদের প্রিয় উসমান। হাল ধরেন বাবার ব্যবসার। দিন যত গড়ায় ততই বাড়তে থাকে উসমানের যশ-খ্যাতি। সারা আরবেই ব্যবসার পণ্য নিয়ে চষে বেড়ান হজরত উসমান। তোমরা জানো নিশ্চয়ই, আমাদের প্রিয় উসমানের উপাধি হচ্ছে 'গনি'। গনি মানে ধনী, অঢেল সম্পদের মালিক। যার অনেক সম্পদ আছে আরবি ভাষায় তাকে বলে 'গনি'। এই যেমন আমরা আমাদের ভাষায় টাকাওয়ালা মানুষদের 'বড়লোক' বলি, তেমনি আমাদের প্রিয় উসমান এতো এতো টাকার মালিক ছিলেন যে, পুরো আরবে তিনি গনি নামে পরিচিত হয়ে যান। সবাই শ্রদ্ধাভরে ডাকে 'উসমান গনি' বলে; কিন্তু কী জানো, এই যে এতো এতো টাকার মালিক ছিলেন আমাদের প্রিয় উসমান, তারপরেও এই এতোটুকুন অহংকারও ছিল না ভেতরে তার! মক্কায়-আরবে তখন তো ঘোর অন্ধকার। পাপের সাগরে ডুবে ছিল মক্কার লোকেরা। খুব কম মানুষই নিজেদের জড়াতো না মন্দ কাজে। এই হাতেগোনা ভালো মানুষদের মধ্যে আমাদের প্রিয় উসমানও ছিলেন। তিনি খারাপ লোকেদের মতো মিথ্যা কথা বলতেন না।

আমাদের প্রিয় উসমান খারাপ লোকেদের সঙ্গে একদম মিশতেন না। মন্দ লোকেদের এড়িয়ে সবসময় নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সমাজের যারা ভালো তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন।

বুঝো তাহলে, একজন মানুষ কতটা ভালো হলে নিজের সম্পর্কে এমন জোর গলায় কথা বলতে পারে। আমাদের প্রিয় উসমান ছিলেন সত্যিকারের ভালো মানুষ। জাহেলিযুগের সে-সময়ে চারপাশে যখন ঘনঘোর অন্ধকার, তখনও তিনি ছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেদীপ্যমান। নিষ্কলুষ।

আমাদের প্রিয়নবী মাত্রই নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন। এককান-দু'কান করে বেশ কিছু মানুষের কাছেই পৌঁছে গেছে সত্যের বাণী। ইতোমধ্যে পুরুষদের মধ্যে হজরত আবু বকর, হজরত আলী, হজরত জায়েদ ইবনে হারেসাসহ বেশ কয়েকজন ইসলামের রঙে রাঙিয়ে নিয়েছেন নিজেদের জীবন। আমাদের প্রিয় উসমানের একজন খালা ছিলেন। সে খালার নাম ছিল সাদি। খুব সুন্দর না নামটা? শুধু নামটাই যে সুন্দর তা নয় কিন্তু! সাদি খালার মনটাও ছিল অদ্ভুত রকমের সুন্দর। খুবই মিষ্টি মনের মানুষ ছিলেন এই খালা। খালা যখন নুর নবীজির নবুওয়াতের কথা শুনতে পান তখন থেকেই নবীজির প্রতি ভীষণ মনোযোগী হয়ে ওঠেন। নবীজির প্রতি তার ছিল পাহাড়সম বিশ্বাস-ভক্তি। ইসলামের সৌন্দর্যে তিনি ভীষণ রকমের মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু তার এই মুগ্ধতার কথা কাউকে বলার মতো লোক পাচ্ছিলেন না। একদিন তিনি আমাদের প্রিয় উসমানকে একা পেয়ে খুব আদর-যত্ন করলেন। বোনের এই ছেলেটার প্রতি তার ভীষণ মায়া। আহা, আর দশটা ছেলের মতো নেশা করে না। অহেতুক আড্ডাবাজি করে সময় নষ্ট করে না। হ্যাঁ, এমন ভালো মানুষের কাছেই তো সব কথা বলা যায়। সাদি খালা হজরত উসমানকে বললেন তার বিস্ময়ের কথা। ইসলামের প্রতি তার যে মুগ্ধতা, তার কারণও খুলে বললেন। আমাদের প্রিয় উসমান তো তখনো মুসলমান হননি। তাই খালার কথা খুব একটা আমলে নিলেন না তিনি।

কিছুদিন পর।

ব্যবসার পণ্য নিয়ে সুদূর সিরিয়ার পথ ধরেন মক্কার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী উসমান। ব্যবসায় বেশ ভালোই মুনাফা হচ্ছিল। মক্কা থেকে পণ্য যা নিয়ে এসেছিলেন প্রায় সবটাই তার ইতোমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে।

আর কিছুদিন পরই বাড়ি ফিরে যাবেন। বাড়ির কথা মনে হতেই মনটা তার কেমন হুঁ হুঁ করে ওঠে। অথচ, আগে আরও কতবারই তো তিনি ব্যবসার কাজে দূর দেশে সফর করেছেন, কই কখনো তো এমন করে বাড়ির জন্য মন কাঁদেনি তার। আজ তবে এমন কী হয়ে গেল ব্যবসায়ী উসমানের?

এই কথা সেই কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখের কোণে ঘুম নেমে এসেছে বুঝতেই পারেননি হজরত উসমান। হঠাৎ করে যেন আওয়াজটা ভেসে এলো আকাশ ফুঁড়ে—'এই, এখনো তুমি ঘুমিয়ে আছো; অথচ মক্কায় আহমদের আগমন ঘটে গেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠেন আমাদের প্রিয় উসমান। তিনি আর দেরি করতে চাইলেন না। যথাসম্ভব দ্রুত মক্কার পথ ধরলেন।

জন্মভূমি মক্কায় ফিরে দেখেন সবকিছু কেমন দ্রুত বদলে গেছে। সবার মধ্যে কেমন ফিসফিসানি। আমাদের প্রিয় উসমান ঘটনার কিছুই বুঝতে পারেন না।

কী করবেন?

কী করবেন?

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবেমাত্র মুসলমান হয়েছেন। আমাদের প্রিয় উসমানের খুব কাছের বন্ধু ছিলেন হজরত আবু বকর। উসমান রা. ভাবলেন, অদ্ভুত সেই স্বপ্নের কথা বন্ধু আবু বকরকে খুলে বলবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের প্রিয় উসমান চলে গেলেন বন্ধুর বাড়ি। এতো সকাল সকাল উসমানকে দেখে আবু বকর রা.-এর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে- আহা, কোনো দুঃসংবাদ নয় তো!

আমাদের প্রিয় উসমান সময় ক্ষেপণ না করে খুলে বললেন অদ্ভুত সেই স্বপ্নের কথা। হজরত উসমানের কথা শুনে তো আবু বকর মহাখুশি! বলেন, উসমান, বন্ধু আমার, কী সৌভাগ্য তোমার! তুমি তো সত্যের পথ পেয়ে গেছো। এখনো কি তবে অন্ধকারেই পড়ে থাকবে?

না-না উসমান, বন্ধু আমার, নিজেকে আর ময়লা-আবর্জনায় ফেলে রেখো না। ইসলামের সুমহান পথে ফিরে এসো!

বন্ধু আবু বকরের কথায় ভীষণ রকমের নাড়া পড়ে আমাদের প্রিয় উসমানের মনে। তিনি আর সময় ক্ষেপণ করতে চাইলেন না। বললেন, বন্ধু আমার, এই অন্ধকারের জীবন নিয়ে আমি আর পড়ে থাকতে চাই না। আমাকে নিয়ে চলো রাসুলুল্লাহর কাছে।

আমাদের প্রিয় উসমান রা.-এর কথা শুনে তো হজরত আবু বকর মহাখুশি। একটানে বুকে জড়িয়ে নিলেন বন্ধু উসমানকে- সত্যি উসমান! যাবে? যাবে তুমি রাসুলুল্লাহর দরবারে? আহা, কী যে খুশি লাগছে আমার!

নবীজির দরবারে এককোণে সুবোধ বালকের মতো দাঁড়িয়ে আছেন হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, যেন প্রবল বেগে বয়ে যাওয়া ঝড়ের তাড়া খেয়ে ভাগ্যক্রমে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন তিনি। নবীজিও পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে নিলেন হজরত উসমানকে। এখন তিনি নির্ভার। মেঘমুক্ত সুনীল আকাশে এবার তিনি মেলে দেবেন ডানা।